‘গুরুংয়ের সমর্থনকারীরাও রাষ্ট্রদ্রোহী’

নিজস্ব সংবাদদাতা, রামনগর ঃ বিজেপি ও গুরুং বাহিনী মেরেছে অমিতাভকে। জঙ্গিদের সমর্থনে যাঁরা কথা বলেন, তাঁরাও রাষ্ট্রদ্রোহী। রবিবার রামনগরে যুব তৃণমূলের এক সভায় এই ভাষণেই বিজেপির রাজ্য সভাপতি ও জনমুক্তি মোর্চার সভাপতিকে আক্রমণ করলেন রামনগরের বিধায়ক অখিল গিরি। রামনগরের বিধায়ক বলেন, বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষরা এখন জঙ্গি ক্রিয়াকলাপকে প্রকাশ্যে সমর্থন করছেন। রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত গুরুংয়ের হাত শক্ত করছেন। তাই দিলীপ ঘোষেরাও রাষ্ট্রদ্রোহী। বাংলার সংস্কৃতি কোনদিনও ক্ষমা করবে না। একজন তরুণ এসআইকে যারা খুন করল, তাদের সমর্থন করছে একটি রাজনৈতিক দল। এই ঘটনায় লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যায়। এদিনের যুব তৃণমূলের মিছিল ও প্রতিবাদ সভায় উপস্থিত ছিলেন রামনগর ১ ব্লক তৃণমূলের সভাপতি নিতাই চরণ সার, তৃণমূল শিক্ষক সংগঠনের সভাপতি অনুপ মাইতি, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের শতদল বেরা, সেক মইদুল, রাজকুমার জানা, রামনগর ১ ব্লকের প্রাক্তন শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ উত্তম দাস, দেপাল গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রিজিয়া বিবিসহ অন্যান্যরা।

চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগে কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে উত্তেজনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁথি ঃ পুত্র সন্তান জন্ম দেওয়ার কয়েক ঘন্টা পর এক গৃহবধূর মৃত্যুকে ঘিরে শনিবার রাতে রণক্ষেত্রের আকার নেয় কাঁথি মহকুমা হাসপাতাল। অভিযোগ, হাসপাতালের চিকিৎসক ও নার্সদের গাফিলতির জেরে মৃত্যু হয়েছে শেফালি দাস নামের এই মহিলার। পরে খবর পেয়ে কাঁথি থানা থেকে বিশাল পুলিশবাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। কাঁথি দেশপ্রাণ ব্লকের ঘোষপুরের বাসিন্দা গৌতম দাসের স্ত্রী শেফালি দাস। গর্ভবতী এই গৃহবধূকে তাঁর পরিবারের লোকেরা বসন্তিয়ায় ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করেন। পরে সেখানকার চিকিৎসকদের পরামর্শ মতো দুপুরে কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে শেফালিদেবীকে ভর্তি করেন পরিবারের লোকেরা। শনিবার দুপুরে কাঁথি মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসক নিরাপদ জানার তত্ত্বাবধানে সিজার করে একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দেন শেফালিদেবী। অভিযোগ, এর ঘন্টাখানেক পর থেকেই শেফালিদেবীর অবস্থার অবনতি হতে শুরু করে। এই গৃহবধূর শ্বশুর সিদ্ধেশ্বর দাস অভিযোগ করেছেন, হাসপাতালের চিকিৎসক ও নার্সদের অবহেলার কারনে তাঁর বৌমার শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। অভিযোগ করেছেন, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে বারবার জানিয়েও কোনও ফল হয়নি। পরে শেফালিদেবীর নাক মুখ দিয়ে রক্ত বের হতে শুরু হলে ফের তাঁকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই এই মহিলার মৃত্যু হয়। মৃতার পরিবারের অভিযোগ, ঘটনার পর প্রায় দু'ঘন্টা কেটে গেলেও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানায়নি যে, শেফালি মারা গেছে। অভিযোগ, পরে শেফালিদেবীর অবস্থা কেমন জানতে তাঁর পরিবারের লোকেরা চাপ সৃষ্টি করতেই তাঁদের বলা হয়, মারা গেছেন শেফালি দাস। আর তার জেরেই উত্তেজনা ছড়ায়। মৃতার পরিবারের লোকেরা বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি হাসপাতালের কিছু অংশে ভাঙচুরও চালান।

খবর পেয়ে কাঁথি থানা থেকে বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। মৃতার পরিবারের দাবি, তাঁদের বিক্ষোভের মুখে পড়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ দাবি করেছেন, হাসপাতালের পরিকাঠামোগত সমস্যার কারনেই শেফালিদেবীকে বাঁচানো যায়নি। ঘটনাটিকে ঘিরে গভীর রাত অবধি উত্তেজনা ছিল। পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

চার বছরের শিশুকন্যাকে ধর্ষণের চেষ্টা

মিলন পণ্ডা, মারিশদা ঃ চার বছরের এক শিশু কন্যাকে বিস্কুটের লোভ দেখিয়ে বাড়ির ভিতরে নিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করল এক যুবক। এই যুবকের হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে পালাতে গেলে নাবালিকার শরীরের বিভিন্ন অংশে কামড়ে দেয় অভিযুক্ত যুবক সুব্রত পাত্র। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ভাঁইটগড়ে। স্থানীয় অধিবাসীরা অভিযুক্তের কঠিন শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। মারিশদা থানার ভাঁইটগড়ের বাসিন্দা অভিযুক্ত সুব্রত পাত্রের স্ত্রী পূর্ণিমা পাত্র গৃহশিক্ষকতা করে সংসার পালন করছেন। অন্যান্যদের সাথে নিগৃহীতা নাবালিকাও পূর্ণিমাদেবীর কাছে পড়াশোনা করতে আসে। মারিশদা থানার এই ঘটনার তদন্তকারী অফিসার অরুণ মাঝি জানিয়েছেন, শনিবারও পড়তে আসে এই কিশোরী। জানিয়েছেন, পড়া শেষের পর এই কিশোরীকে বিস্কুট খাওয়ানোর লোভ দেখিয়ে নিজের রুমের ভিতরে ডেকে নিয়ে যায় সুব্রত। এরমধ্যে সংসারের প্রয়োজনে গৃহশিক্ষিকা পূর্ণিমা পাত্র বাজারে বেরিয়ে যেতেই মাত্র চার বছরের নাবালিকাকে ধর্ষণের চেষ্টা করে সুব্রত। অভিযুক্তের অত্যাচারে শরীরের কষ্ট হওয়ায় চিৎকার শুরু করে নাবালিকা। সেই সময় ক্ষিপ্ত হয়ে এই নাবালিকার কাঁধে কামড়ে দেয় সুব্রত পাত্র। কোনও রকমে নিজেকে এই যুবকের হাত থেকে বাঁচিয়ে ছুটে বাড়ি পালিয়ে যায় নাবালিকা। তারপর সমস্ত ঘটনার কথা সে তার মাকে জানায়। প্রতিবেশীরাও সমস্ত ঘটনা জানার পরে সুব্রত পাত্রকে গণপ্রহার দেয়। মারিশদা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন নাবালিকার মা। ধৃতকে রবিবার কাঁথি মহকুমা আদালতে হাজির করা হলে বিচারক জামিনের আবেদন খারিজ করে দেন।

নাবালিকাকে অপহরণ করে পুলিশের জালে যুবক

নিজস্ব সংবাদদাতা, এগরা ঃ মোবাইলের মিসকলে পরিচয়। সেই পরিচয় কাজে লাগিয়ে এক নাবালিকাকে পাচার করতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে গেল এক যুবক। উদ্ধার হয়েছে অপহৃতা। উড়িষ্যার ভোগরাই থানার পুলিশ ও পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা থানা মোবাইল টাওয়ার লোকেশান ধরে অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করলো যুবককে।

উদ্ধার হয়েছে অপহৃতা। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা থানার এই ঘটনার তদন্তকারী অফিসার অভিজিৎ পাত্র জানিয়েছেন, অস্তি গ্রামের বাসিন্দা অভিযুক্ত যুবক কমললোচন পাত্র। জানিয়েছেন, মোবাইলে মিসকল থেকে উড়িষ্যার ভোগরাই থানা এলাকার অধিবাসী উত্তম পাত্রের ১৩ বছরের নাবালিকা মেয়ের সাথে পরিচয় হয় কমল লোচনের। জানিয়েছেন, সেই পরিচয় থেকেই সামনাসামনি দেখার নাম করে গত ৯ তারিখ পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলদায় কিশোরীকে ডেকে পাঠায় কমল। বেলদায় কিশোরী আসতেই তাকে এগরার অস্তিতে নিজের গ্রামে নিয়ে এসে আটকে রাখে অভিযুক্ত। জানা গেছে, বাড়ি থেকে আসার সময় মোবাইল নিয়ে আসে এই কিশোরী।

সেই মোবাইলের টাওয়ার লোকেসান ধরেই এগরা থানার সহায়তা নিয়ে অভিযান চালিয়ে রবিবার বিকালে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে ভোগরাই থানার পুলিশ। উদ্ধার হয়েছে অপহৃতা।

নাবালিকা অপহরণ ঃ তেলেঙ্গানা পুলিশের জালে যুবক

নিজস্ব সংবাদদাতা, এগরা ঃ হোটেলে কাজ করতে গিয়ে এক নাবালিকা কিশোরীকে প্রেমের জালে ফাঁসিয়ে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরায় নিয়ে পালিয়ে আসায় স্থানীয় থানার সাহায্য নিয়ে এক যুবককে গ্রেফতার করলো তেলেঙ্গানার পুলিশ। উদ্ধার করেছে নাবালিকাকেও। ধৃত যুবক ও উদ্ধার হওয়া কিশোরীকে রবিবার কাঁথি আদালতে হাজির করে ট্রানজিট রিমান্ডে তেলেঙ্গানা নিয়ে গেছে পুলিশ। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরার কসবাগোলা গ্রামের বাসিন্দা আবাস খান তেলেঙ্গানা রাজ্যের গেছিপুর থানা এলাকার একটা হোটেলে কয়েক বছর ধরে কর্মরত। জানা গেছে, সেই সূত্রে সেই এলাকার এক নাবালিকা কিশোরী সনি ভঞ্জের সাথে প্রণয়ের সম্পর্ক তৈরী হয় আবাস খানের। গত ১২ তারিখ বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে সোনিকে এগরার কসবাগোলায় নিয়ে পালিয়ে আসে এই যুবক। এর পরেই গেছিপুর থানায় অপহৃতা সোনির বাবা রাজু ভঞ্জ অভিযোগ দায়ের করেন। তারপরেই তদন্তে নেমে শনিবার এগরা থানার সহায়তা নিয়ে কসবাগোলা থেকে অভিযুক্তকে গ্রেফতার ও অপহৃতাকে উদ্ধার করে পুলিশ।

‘তৃণমূল সরকারের মন্ত্রীদের কাজ সিবিআই দপ্তরে হাজিরা দেওয়া’

নিজস্ব সংবাদদাতা, মহিষাদল ঃ সুষ্ঠুভাবে দপ্তর পরিচালনা করে রাজ্যের মানুষকে আরও ভালো পরিষেবা প্রদান নয়, তৃণমূল পরিচালিত রাজ্য সরকারের মন্ত্রীদের প্রতিদিনের কাজ হলো কোনও না কোনও কেন্দ্রীয় সংস্থায় হাজিরা দিয়ে তদন্তকারী অফিসারদের প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়া। রবিবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মহিষাদলে সিপিএমের ছাত্র সংগঠন এস এফ আই-এর সম্মেলনে নিজের ভাষণে এইভাবেই তৃণমূল সরকার ও তার মন্ত্রীদের আক্রমণ করলেন সিপিএম নেতা তথা বিধায়ক সুজন চক্রবর্তী। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কোলাঘাটের বিধায়ক ইব্রাহিম আলি, এস এফ আইয়ের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সভাপতি পরিতোষ পট্টনায়েক, সুব্রত মাইতি প্রমুখ। সিপিএম ছাত্র সংগঠনের ৩৪তম সম্মেলন উপলক্ষ্যে মহিষাদল বাজারে প্রকাশ্য সমাবেশে প্রধান বক্তা ছিলেন রাজ্য বিধানসভায় সিপিএমের মুখ সুজন চক্রবর্তী। তিনি বলেন, বিগত ৩৪ বছর এই রাজ্যে বামেদের সরকার ছিল। একজন নেতা-মন্ত্রীরও সাদা পাঞ্জাবীতে কালো দাগ লাগাতে পারেনি বিরোধীরা। আর এখন নারদা, সারদাসহ আরও গাদাগুচ্ছের দুর্নীতি কাণ্ডে সিবিআই-ইডিসহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার তদন্তকারী অফিসারদের কাছে প্রতিদিন রাজ্যের মন্ত্রীদের হাজিরা দিয়ে তদন্তের মুখে পড়তে হয়। সুজন চক্রবর্তী তাচ্ছিল্য করে বলেন, রাজ্যের মন্ত্রীদের সঙ্গে বিভিন্ন অপরাধে দুষ্ট অপরাধীদের পার্থক্য নেই। তিনি আরও বলেন, কোলকাতার মেয়র থেকে মন্ত্রীদের সাহস নেই এই তদন্তকারী অফিসারদের মুখোমুখি হওয়ার জন্য মাথা উঁচু করে ভেতরে যাওয়ার। মানুষ এদের চরিত্র ধরে ফেলেছে। তাই এই মন্ত্রীরা নারদা-সারদার মতো কাণ্ডে তদন্তের প্রয়োজনে হাজিরা দিতে গিয়ে অফিসারদের সাথে দেখা করেন পিছনের গেট দিয়ে, গোপনে। হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, যতই গটআপ করার চেষ্টা হোক সারদা চিটফাণ্ডে রাখা গরিব মানুষের টাকা যারা নিজেদের পকেটে ঢুকিয়েছে, নারদা দুর্নীতির সঙ্গে যারা যুক্ত তারা কেউ রেহাই পাবে না। সাধারণ মানুষের টাকা ফেরত দিতে এবং নারদা কাণ্ডে অভিযুক্তদের শাস্তির দাবিতে তাঁরা লাগাতার আন্দোলন করবেন। বলেন, আমরা জানি, মন্ত্রীদের কাজ প্রতিদিন নিজেদের দপ্তরে গিয়ে রাজ্যের মানুষের উপকারের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের পরিষেবার উন্নয়ন নিয়ে ভাবা।

সঠিকভাবে মানুষ পরিষেবা পাচ্ছে কি না তা দেখা। আর তৃণমূলের এই মন্ত্রীদের অবস্থা দেখলে অবাক লাগে। রাজ্যের স্বার্থে এই ধরণের ঘটনার সাথে যুক্ত দোষীদের ধরতে তদন্তকারীরা যাতে আরও সক্রিয় হয়, তার জন্য মানুষকে নিয়ে পথে নামা হবে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

মনসা মন্দিরে সাপকে ঘিরে উৎসাহী মানুষের ভীড়

নিজস্ব সংবাদদাতা, চন্দ্রকোণা টাউন ঃ দাসপুরের মনসা মন্দিরে সাপ। জ্যান্ত সাপকেই পুজো। উৎসাহী মানুষের ভীড়। উৎসাহী মানুষের ভীড়ের আগে মনসা মন্দিরের সামনে একটি বিষধর সাপ দেখতে পেয়ে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল। ওই মন্দিরেই আগামী আশ্বিন সংক্রান্তিতে পুজো। তার আগেই মন্দিরে স্বয়ং মনসাদেবীর বাহনকে দেখতে পেয়ে এলাকার মানুষের খুশি আর উৎসাহের অন্ত নেই। মনসা মন্দির সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা রীনা দাস বলেন, শুক্রবার ১৪ অক্টোবর রাত দেড়টা নাগাদ আমার জা দীপা দাস ওই সাপটিকে মনসা মন্দিরের পাশে মনসা গাছের সামনে দেখতে পান। তারপরেই এলাকার মানুষকে খবর দেওয়া হয়। একই জায়গায় সাপটি দুইদিন ছিল। যেমন করে মনসাদেবীর পুজো করা হয়, সেভাবেই সাপটিকে সিঁদুর মাখিয়ে পুজো করে দুধ খাওয়ানো হয়। দুইদিন ধরে এই সাপটি দেখার জন্য কয়েক হাজার মানুষ ভীড় করেন। রীনাদেবী বলেন, আমরা খুব ভাগ্যবান বলেই পুজোর আগে সাপটির দর্শন পেলাম। সাপটিকে মনসাদেবীই পাঠিয়েছেন বলে আমরা বিশ্বাস করি। যদিও ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির ঘাটাল শাখার সম্পাদক দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, সাপ এমনিতেই যেকোনও কারণেই এখানে সেখানে দেখা যেতে পারে। কিন্তু মনসাদেবী পাঠিয়েছে, এই বিষয়টি হাস্যকর ছাড়া কিছুই নয়।

বেঙ্গল হোসিয়ারি মজদুর ইউনিয়নের সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোলাঘাট ঃ জেলার শ্রমিকদের সরকারের নির্ধারিত মজুরি ও সুযোগ সুবিধা যাতে পায় সেজন্য ওয়েস্ট বেঙ্গল হোসিয়ারি মজদুর ইউনিয়নের পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সপ্তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কোলাঘাটের দেউলিয়া হীরারাম উচ্চ বিদ্যালয়ে। এই সম্মেলনে আগামী দিনগুলিতে শ্রমিকরা কীভাবে তাঁদের সুযোগ সুবিধাগুলি পাবেন তাই নিয়ে আলোচনা করা হয়। এদিন জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রায় ৬০০ শ্রমিক সম্মেলনে উপস্থিত হন। আগামী দিনে সংগঠনের চিন্তাভাবনার বিষয়গুলি প্রতিনিধিদের সামনে তুলে ধরেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক নেপাল বাগ। সংগঠনের জেলা সভাপতি মধুসূদন বেরা জানান, শ্রমিকদের সরকারি নির্ধারিত মজুরি সহ নানা সুযোগ সুবিধাগুলি যাতে শ্রমিকরা পান সেজন্য আমাদের আন্দোলন জারি থাকবে।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সভা

অসিত গড়াই, মহিষাদল ঃ উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ ছাড়াই দেশের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন সংঘের স্বয়ংসেবকরা। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ কোনও সাম্প্রদায়িক সংগঠন নয়। এটি একটি দেশপ্রেমিক সংগঠন। তাম্রলিপ্ত জেলা শাখার উদ্যোগে আয়োজিত প্রাথমিক সংঘ শিক্ষাবর্গে এসে এই দাবি করেন বিভাগ প্রচারক দেবাশিস অধিকারী। মহিষাদলের গোপালপুর উচ্চবিদ্যালয় গেটে ৭ অক্টোবর থেকে ১৫ অক্টোবর নয় দিনের এই শিক্ষাবর্গের আয়োজন করে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের তাম্রলিপ্ত জেলা শাখা। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৭৯ জন শিক্ষার্থী ও ১১ জন শিক্ষক অংশ নেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিভাগ প্রচারক দেবাশিস অধিকারী, বিভাগ সহ-কার্যবাহ গৌরহরি সামন্ত, জেলা প্রচারক বৈদ্যনাথ মণ্ডল, গ্রামসেবা প্রমুখ কমলেশ জানা। সমারোপ অনুষ্ঠানে দলগতভাবে সূর্য নমস্কার, ব্যায়াম ও লাঠিখেলার বিভিন্ন কলা কৌশল প্রদর্শন করা হয়। স্বামী বিবেকানন্দ ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রতিষ্ঠাতা কেশব বলিরাম হেড়গেওয়ারের ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন দেবাশিস অধিকারী।

চন্দ্রকোনা ২নং ব্লক অফিসে তিরিশ জোড়া বিয়ে

অসীম বেরা, চন্দ্রকোনা টাউন ঃ সানাইয়ের সুরে, শঙ্খ বাজিয়ে, উলুধ্বনী আর মালা বদলের মধ্যে দিয়ে এক নজিরবিহীন বিয়ের দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন চন্দ্রকোনা ২নং ব্লকের বিডিও শাশ্বত প্রকাশ লাহিড়ি। ব্লক অফিসে অভিনব বিয়ের আসর। সরকারি কর্মচারীদের ম্যারেজ রেজিস্ট্রি। বিয়ের আইনি স্বীকৃতি, সরকারি নিয়মে যা আবশ্যিক। যেমন, অরুণ কুমার চক্রবর্তী ত্রাণ দপ্তরের অফিসার। অবসর নেবেন ২০১৯ সালে। চাকরি জীবনের শেষ প্রান্তে এসে স্ত্রী ভারতীদেবীর সঙ্গে আরও একবার মালা বদল করলেন। গড়বেতার তপন দত্ত, চন্দ্রকোনা ২ পঞ্চায়েত সমিতির ডেপুটি সেক্রেটারি। বছর ছয়েক পর তিনিও অবসর নেবেন। সাত সকালে নিজের স্ত্রীকে নিয়ে হাজির কর্মস্থলে। জীবনে দ্বিতীয়বার মালাবদল করে স্ত্রীকে নিয়ে সাতপাকে বাঁধা পড়লেন। অনিত নন্দী, চন্দ্রকোনা ২নং ব্লকের যুগ্ম বিডিও। স্ত্রী কল্যাণীর গলায় আরও একবার মালা পরিয়ে দিয়ে হস্তবন্ধন সারলেন তিনি। এইভাবে তিরিশ জোড়া পাত্রপাত্রীর বিয়ে দিলেন চন্দ্রকোনা ২নং ব্লকের বিডিও শাশ্বত প্রকাশ লাহিড়ি। বিয়ে অর্থে বিয়ের আইনি স্বীকৃতি, সরকারি ম্যারেজ রেজিস্ট্রী। ব্লক অফিসের বিভিন্ন বিভাগের তিরিশ জন বিবাহিত স্টাফকে শঙ্খধ্বনী, সানাইয়ের সুর, রজনীগন্ধার সুবাসের সঙ্গে মাছ মাংসের ভুড়িভোজও করালেন। এককথায় ব্লক অফিস চত্বরে বিয়ের আসর বসল। বিয়ের পুরোহিত অর্থাৎ ম্যারেজ রেজিস্ট্রার সমীর ঘোষ একে একে তিরিশ জোড়া পাত্র-পাত্রীকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রে সই সাবুদ ও মালাবদল করিয়ে শংসাপত্র দিলেন।

মেডিকা সুপারস্পেশাল্টি ক্লিনিক

২২শে অক্টোবর, ২০১৭ রবিবার। দুপুর– ১টা

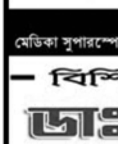

বুকে ব্যাথা, বুক ধরপর, হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যাওয়া, শ্বাসকস্ট, করোণারী ধমনির অবরোধ ইত্যাদি সমস্যায় আক্রান্ত রোগীদের ও যাদের অ্যাঞ্জিওগ্রাফি, অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি, পেস্‌মেকার, রেডিওফ্রিকোয়েন্সি অ্যাকুলেশন সহ যে কোন ধরনের হার্টের চিকিৎসার জন্য যোগাযোগ করুন।

পরামর্শের জন্য উপস্থিত থাকবেন
মেডিকা সুপারস্পেশাল্টি হসপিটাল, মুকুন্দপুর, কলকাতা-র বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

— বিশিষ্ট হার্টের ডাক্তার —

ডাঃ সৌম্য পাত্র

MBBS, MD, DM
Consultant Intervention Cardiologist
MEDICA Superspecialty Hospital, Kolkata

স্থান ঃ মেডস্কোয়ার হেলথ কেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড, কুমারপুর, কন্টাই, পূর্ব মেদিনীপুর

নাম নথিভুক্তির জন্য ঃ ৯৭৩৫৬৪৩০৮০

MEDICA Superspecialty Hospital
caring for life

127 Mukundapur, E M Bypass, Kolkata 700099, Phone : 033 66520000
e-mail: contactus@medicahospitals.in, Website : www.medicahospitals.in,
Facebook: www.facebook.com/MSH.Kolkata